NOV. 29 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৭...

বিদেশে সরকারি কর্মকর্তাদের উচ্চশিক্ষা

গত ২২শে নভেম্বর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় একটি আদেশ জারি করেছে। আদেশবলে বিভিন্ন দে
বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণা ও শিক্ষাকাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মকর্তাদের বৃত্তি বাতিল করা হয়ে
দীর্ঘমেয়াদি পিএইচডি ও মাস্টার্স কোর্সে অধ্যয়নরত প্রায় একশ' কর্মকর্তার পড়াশোনা করার সরক
অনুমতি ও অর্থায়ন বাতিল করে তাদেরকে দেশে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ য
দেয়া হয় তখন অর্থায়নের ৭৫ শতাংশ ব্যয় হয়ে গেছে।

ব্যাপারটিকে তোঘলকি বললেও অনেক কম বলা হয়। অর্থমন্ত্রীর নির্দেশে পরিকল্পনা মন্ত্রণা
আদেশটি জারি করেছে। অর্থমন্ত্রী কেন নির্দেশ দিলেন সেটা যেমন আমরা বুঝতে পারছি না তে
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আদেশটিও আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। আগের বিএনপি সরকারের আম
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে সরকারি কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা, দক্ষতা শক্তিশালীক
শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি কর্মকর্তাদের এমন ধরনের উচ্চ
শিক্ষা কোর্স বন্ধ ছিল। সরকার এবং দাতাদের অর্থায়নে বিদেশে প্রশিক্ষণ ও ডিগ্রি গ্রহণের সুযোগ সঙ্কু
হওয়ায় এ প্রকল্পের চিন্তা-ভাবনা করা হয়। বিএনপি আমলে প্রকল্পটি চালু করা সম্ভব হয়নি। এটা গ্র
করা হয় ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে। অর্থ ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি ও পরিকল্পনার সা
সম্পর্কিত বিসিএস প্রশাসন, ইকনমিকসহ বিভিন্ন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রক
আওতায় বিদেশে পিএইচডি, মাস্টার্স কোর্সে যথাক্রমে ২৩টি ও ৬৮টি বৃত্তি দেয়া হয়। এক
অনুমোদিত এ প্রকল্পে মোট ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয় এবং প্রকল্পের মেয়াদ ২০০৪ সাল প
থাকার কথা।

এ প্রকল্পটি কেন বাতিল করলেন অর্থমন্ত্রী সেটা একটি প্রশ্ন বটে! প্রকল্পের অধীনে মনোনয়ন প্রক্রি
কোন অনিয়ম ছিল বলে জানা যায়নি। নিয়মমাফিক গঠিত মনোনয়ন বোর্ডে বাছাই হওয়া প্রার্থ
প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়েই তো বিদেশে গিয়েছিলেন। এখন কোন্ কারণে তাদেরকে ফিরিয়ে আ
হচ্ছে সেটা আমাদের প্রশ্ন।

যদি বলা হয় মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করার জন্যে, তাহলে জবাবে বলতে হয় ৭৫ শতাংশ
যেখানে খরচ হয়ে গেছে ২৫ শতাংশ অর্থ বাঁচানোর জন্যে গুরুত্বপূর্ণ সব সেক্টরের নীতি-নির্ধারণ ক্ষে
জনশক্তির দক্ষতা বাড়ানোর নীতি পরিত্যাগ করাটা কি গ্রহণযোগ্য? একনেক অনুমোদিত প্রকল্প বা
করা যায় কি না সেটাও একটি প্রশ্ন। পড়াশোনা করার অনুমতি ও অর্থায়ন বাতিল করার ক্ষে
সরকারপ্রধানের অনুমতি নেয়াটা প্রয়োজন মনে করেননি কেন অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী সেটাও একটি
প্রশ্ন।

পুরো ব্যাপারটি যেভাবে ঘটেছে তাতে মনে করার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে যে, অর্থমন্ত্রী প্রক
মধ্যে রাজনীতি খুঁজে বেড়িয়েছেন এবং প্রকল্পটিকে বিএনপিকরণের উদ্দেশ্যে কোটি কোটি টাকা খ
করে বিদেশে পড়াশোনার শেষপ্রান্তে চলে আসা সরকারি কর্মকর্তাদের অর্থায়ন বাতিল করে তাদে
দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাহলে রাষ্ট্রের ২৭ কোটি টাকার ৭৫ শতাংশ অর্থ যে খ
হলো সেটা কি অর্থমন্ত্রী অপচয় করলেন না? একদিকে তিনি বলছেন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ভাল
অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রায় কোটি কোটি টাকা গচ্চা দেয়ার ব্যবস্থা করলেন কার স্বার্থে? তবে কি
চাচ্ছেন না যে নীতি-নির্ধারণ, অর্থ ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি, শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, পল্লী ও
উন্নয়ন, নগর পরিকল্পনা, তথ্য ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প পরিকল্পনা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মতো সে
আমাদের দক্ষ কর্মকর্তা তৈরি হোক, যে কারণে প্রায় ২০ কোটি টাকা খরচ হওয়ার পরও প্রকল্পটি
দিচ্ছেন। এরকম আত্মঘাতী ও অর্থ অপচয়কারী পদক্ষেপ রদ করা অত্যন্ত জরুরি। এ ব্যাপারে আ
প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শাসন ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং প্রশাসন ও পরিকল্পনাবিদদের দক্ষতা বৃ
ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। আমরা আশা করছি ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ ক
প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আদেশটি রদ করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন।